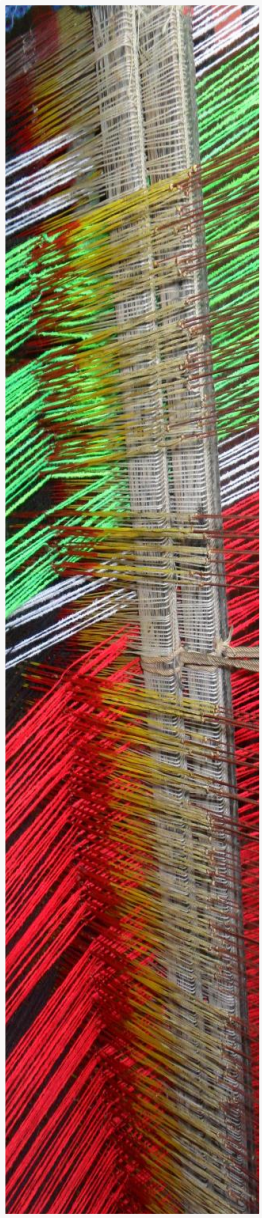

“ বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরীর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২”

ভুমিকা

শিক্ষা গ্রহন করা বা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যে সফর তার নাম শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর। প্রবাদে আছে, শিক্ষার জন্য সুদুর চীন দেশে যায়। আসলে আমাদের চীন দেশে যাওয়ার মতো সামথ্য নেই। কিন্তু পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ফাইন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (ফেডেক) প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় “ বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরীর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২” এর আওতায় এরুপ একটি শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা আমাদের আছে। সে জন্যেই এ আয়োজন। আর আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হলো বগুড়া জেলার আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া উপজেলার তাঁতীরা আধুনিক সভ্যতার যুগে এখনো আদিম যুগের মতো ড্রামের পরিবর্তে গাছে তেনা কারানো, ইলেকট্রিক মটরের পরিবর্তে হাতে তেনা প্যাঁচানো, আধুনিক নকশা খচিত শাল চাদরের পরিবর্তে নিম্নমানের শাল চাদর তৈরী করে । যা করতে টাংগাইলের তুলনায় ৫/৬ গুন সময় বেশী লাগে এবং শারিরীক পরিশ্রম বেশী হয়। এসব এলাকায় একটি বাড়ীতে ২টির বেশী তাঁত নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটি বাড়ীতে থাকার ঘরে একটি তাঁতে স্বামী -স্ত্রী মিলে পাওয়ারলুমে শাল চাদর তৈরী করে। আলাদা কোন ফ্যাক্টরী ঘর নেই । বিদ্যুত চলে গেলে বসে থাকতে হয় বিদ্যুতের অপেক্ষায় কখন বিদ্যুত আসবে। জেনারেটরের কোন ব্যবস্থা নেই। এককথায় বলতে গেলে কাজের কোন পরিবেশ নেই। এ এলাকায় টাংগাইলের তাঁতীদের ন্যায় আধুনিক প্রযুক্তির পাওয়ারলুম উপকরণ ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে একেক জন তাঁতীর বাড়ীতে ৫/৭টি পাওয়ারলুম প্রতিষ্ঠা করে ফ্যাক্টরী ঘর গড়ে তোলা এবং উন্নত মানের শাল উৎপাদনের কলা- কৌশল সরেজমিনে পরিদর্শণ করাই এ সফরের মূল লক্ষ্য।

চিত্র ঃ শিক্ষা সফরের গাড়ী বহর